বাংলাদেশের বিদেশি ঋণ গ্রহণে সীমা নির্ধারণ করল আইএমএফ

সংগৃহীত ছবি

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের ওপর বিদেশি ঋণ গ্রহণে সীমা আরোপ করেছে। চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ৮৪৪ কোটি ডলার ঋণ নিতে পারবে। প্রান্তিকভিত্তিক ঋণের পরিমাণও নির্ধারণ করা হয়েছে। শর্ত পূরণে গত অর্থবছরের তুলনায় কম ঋণ নিতে হবে সরকারকে।

বাংলাদেশের বিদেশি ঋণ ব্যবস্থাপনায় নতুন শর্ত আরোপ করেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। প্রথমবারের মতো ঋণ গ্রহণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ ৮৪৪ কোটি ডলারের বেশি বিদেশি ঋণ নিতে পারবে না।

আইএমএফের সর্বশেষ বাংলাদেশ কান্ট্রি রিপোর্টে বলা হয়েছে, ঋণের চতুর্থ ও পঞ্চম কিস্তির ১৩৪ কোটি ডলার ছাড়ের পর নতুন এ শর্ত কার্যকর হবে। শুধু মোট পরিমাণ নয়, প্রান্তিকভিত্তিক ঋণ গ্রহণের সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম তিন মাসে সর্বোচ্চ ১৯১ কোটি ডলার, ছয় মাসে ৩৩৪ কোটি, নয় মাসে ৪৩৪ কোটি এবং পুরো অর্থবছরে ৮৪৪ কোটি ডলার পর্যন্ত ঋণ নেওয়ার অনুমতি থাকবে। এছাড়া, আইএমএফ প্রতি তিন মাস অন্তর বাংলাদেশের ঋণ গ্রহণের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে।

গত অর্থবছরে সরকার ৮৫৭ কোটি ডলার বিদেশি ঋণ গ্রহণ করেছিল। চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইতে নেওয়া হয়েছে ২০ কোটি ২৪ লাখ ডলার। নতুন শর্ত অনুযায়ী গত বছরের তুলনায় এ বছর সরকারকে তুলনামূলক কম ঋণ নিতে হবে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে বাংলাদেশকে ৪৭০ কোটি ডলারের ঋণ অনুমোদনের সময় আইএমএফ এমন কোনো সীমা বেঁধে দেয়নি।